কালো টাকা সাদা হচ্ছে:
অর্থনীতির লাভ না ক্ষতি?

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

কালো টাকা সাদা এবং সাদা টাকা কালো হওয়ার পাঁচালী

টাকা সব সময় রঙীন। তবে যে টাকার আয় এবং আয়ের উৎস ঘোষনা না দিয়ে রাস্ট্রের প্রাপ্য কর ফাঁকি দেয়া হয় বা যায়, যে টাকা অবৈধভাবে অর্জিত, সে টাকাই কালো টাকা । মূলত এবং মূখ্যত এই কালো টাকাই যেকোন অর্থনীতিতে আয় বৈষম্য , প্রতারণা বঞ্চনার , অস্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ব্যত্যয়ের প্রমানক, অব্যবস্থাপনা দুর্নীতি ও ন্যয়নীতিনির্ভরতাবিহিনতারই সূচক এবং অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তির পরিবর্তে বিচ্যুতির মাধ্যমে সমূহ ক্ষতি সাধনের প্রভাবক ভূমিকা পালন করে এ কালো টাকা । এ পেক্ষাপটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার বিষয়টি নানান আঙ্গিকে বিচার বিশ্লেষণের অবকাশ উঠে আসে।

কালো টাকা সাদা করার পদ্ধতি প্রক্রিয়া নিয়ে নানান মতভেদ যাইই থাকুক না কেন, এর যথা বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সামাজিক অর্থনীতি তথা রাস্ট্রের এখতিয়ার , সরকার পরিচালিত রাজনৈতিক অর্থনীতির নয়; কেননা কালো টাকা তো সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি, স্বচ্ছতা জবাবদিহী ও ন্যয় ন্যয্যতা নীতি নির্ভরতায় ব্যর্থতার প্রতিফল । সাম্প্রতিক নজির থেকে দেখা যায়, তুলনামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাওয়ার পর হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ইরান, নিকারাগুয়া, বলিভিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মত দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে উঠতে পেরেছে। এ সব দেশ প্রথম পর্বে কালো টাকাকে প্রযত্ন দিতে সাদা করাকে গুরুত্ব দিত, পরবর্তীকালে শক্ত হাতে কালো টাকার সৃষ্টির উৎস বন্ধ করার রাস্ট্রীয় প্রতিবিধান জোরদার করার ফলে সেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে চমকপ্রদ গতিসঞ্চার হয়েছে । আরো খোলাসা করে বলা যায়, যেমন সুহার্তোর ১৯৬৫-৯৮ সালের ৩৩ বছরের শাসনকে ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নতত্ত্বে ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজম’ আখ্যায়িত হত, গত দুই দশকে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি কমিয়ে সুশাসন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হওয়ায় সেখানে এখন অর্থবহ উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে।

কালো টাকা সাদা এবং সাদা টাকা কালো হওয়ার পাঁচালী

- আমাদের এই উপমহাদেশে ১৯৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত কর আহরণ পদধতি সংসকার কর্মসূচির আওতায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার দুনীতিতে নিমজ্জিত অর্থনীতি থেকে কালো টাকা সাফ করার উদে¨াগ নিয়েছিল, দুনীতি দমনের ঘোষনা দিয়ে আসা সামরিক সরকার তা লেজে গোবরে মিশিয়ে ফেলে। সেখানে উদ্দেশ¨ বিধেয়র মধে¨ বিস্তর ফারাক ছিল।
- ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ১৯৯৭ সালে ভলান্টারী ডিসক্লোজার অব ইনকাম স্কিম (ভিডিআইএস) এবং ২০১৫ সালে আনডিসক্লোজড ফরেন ইনকাম এন্ড এসেটস (ইউএফ আইএ) এন্ড ইমপোজিশন অব ট¨াক্স একট জারী করে। পরের স্লাইডে আমরা স্কিম দুটোর হাইলাইটস দেখতে পারব| ভিডিআইএস প্রবর্তনের পর The Comptroller and Auditor General of India condemned the scheme in his report as abusive and a fraud on the genuine taxpayers of the country. Comptroller and Auditor General of India's report on just how the VDIS scheme was serially abused, and the reason why the scheme was a runaway success was not because it was brilliantly designed, it was a success because it gave tax evaders and thieves (what else would you call 'cobbler scam' and 'hawala' accused who participated in it?) the best deal they'd ever got. [Rediff.com » Business » **Cut your tax bill to just 2-3%,** by Sunil Jain May 31, 2004 12:52 I]

Subject	The Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS) 1997	Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act, 2015
Number of Declarants	4,75,133	638
Total Amount Declared in Rs Crore	33,339	4,147
Amount to the Government as Tax & Penalty (In Rs Crore)	9,584	2,488
Compliance Period	6 months	3 months
Tax Rate	35% for Companies & 30% for Others	30% Tax + 30% Penalty (Total 60%)
Immunity	From prosecution under the Income-tax Act, Wealth-tax Act, Foreign Exchange Regulation Act and the Companies Act	From Prosecution under the Income-Tax Act, Wealth Tax Act, Companies Act and Customs Act.
Applicable to	Cash, securities or assets in India & Abroad	Undisclosed assets located outside India

অপ্রদর্শিত অর্থ বনাম কাল টাকা

- কালো টাকাকে কর প্রদানের সময় 'অপ্রদর্শিত অর্থ' সংজ্ঞায়িত করে গুরুতর অপরাধটিকে হালকা করার অবস্থান নেয়াকে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে সমালোচনা হচ্ছে। সংবিধানের ২০(২) ধারায় বলা হয়েছে , 'রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না'। সংবিধানের এ বিধানমতে 'অনুপার্জিত আয়' যদি কালো টাকা হয় তাহলে কালো টাকার সংজ্ঞা 'অপ্রদর্শিত অর্থ' এবং এ সংজ্ঞা দুর্নীতির সঙ্গে কালো টাকার যে ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে সেটাকে অনেকটাই গৌণ বা লঘু করে দিচ্ছে কিনা তা আইনবেত্তাদের দেখা এবং এর পরীক্ষা পর্যালোচনা প্রয়োজন বলে সুশীল সমাজ থেকে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে্ ।
- তবে এটা অনস্বীকার্য যে অনেক সময় বৈধভাবে অর্জিত অর্থের ওপর যেমন জমিজমা, অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট, দোকান ইত্যাদি রিয়েল এস্টেট ক্রয়-বিক্রয়ে প্রকৃত দাম না দেখিয়ে কম দাম দেখালে রেজিস্ট্রেশন খরচ, স্টাম্প খরচ, সম্পদ কর ও ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে কালো টাকাকে 'অপ্রদর্শিত অর্থ' বলাই সংগত এবং তা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া যেতে পারে, তবে কোন অবস্থাতেই বিদ্যমান কর হার হ্রাস করে নয় , উপরন্ত জরিমানা দিয়ে তো বটেই। প্রসঙগত যে , ২০০৭-০৮ অর্থবর্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (জুলাই-সেপ্টেম্বর , ২০০৮) প্রযোজ্য করসহ বছর প্রতি ১০শতাংশ হারে (সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ) জরিমানা দিয়ে এ জাতীয় অপ্রদর্শিত আয় 'প্রদর্শন' বা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। সময় শেষ হওয়ার পর যাদের কাছে অপ্রদর্শিত আয়ের টাকা পাওয়া যেত তাদের বিরুদ্ধে আয়কর আইনেই জেলজরিমানার ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছিল।

কালো টাকা বনাম ভাল অর্থনীতি

- আশির দশকের তুলনায় নব্বুই দশক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়তে বাড়তে তখনকার সাড়ে ৪-৫ শতাংশ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছলেও এ প্রবৃদ্ধির সুফল প্রধানত কয়েক হাজার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে। সেজন্যই মার্কিন গবেষণা সংস্থা 'ওয়েলথ এক্স'-এর গবেষণা প্রতিবেদনে ২০১২ থেকে ২০১৭ সালে এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ৩০ মিলিয়ন ডলার বা ২৫০ কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিক ব্যক্তিদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ণীত হয়েছে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। করোনাভাইরাস মহামারী আঘাত হানার আগের ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ কোটি টাকা (৭৫ বিলিয়ন ডলার) বিদেশে পাচার হয়েছে বলে মার্কিন গবেষণা সংস্থা 'গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি'র গবেষণায় উদ্ঘাটিত হয়েছে।
- হলমার্ক, বিসমিললা, এম এল এম কেলেঙকারী, ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানীর সাগর চুরির পর বেশী দিন আগের কথা নয় ক্যাসিনো কান্ড, প্রখ্যাত প্রতারক, স্বনামধণ্য গাড়ীচালক ও গোল্ডেন ব্যক্তিনিচয়ের যে ছিটে ফোটা কেচ্ছা কাহিনী থেকেও তো অনুমান করা চলে কিধরনের ক্ষরনের শিকার হতে চলেছে এই অর্থনীতি। স্বেচ্ছা সহনশীল সলিলা (রেজিলিয়েন্ট) শক্তির জোরে , আমজনতার ইমিউন পাওয়ার এখনো বলশালী বলেই অর্থনীতি স্ট্রক করছেনা। এটাকেই আত্মতুষ্টির হেতু ধরে নিয়ে অর্থনীতির মৌল সহায়ক নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার চেস্টা থেকে বিরত থাকাটাই হবে এর ভালো থাকতে দেয়ার অন্যতম উপায়। প্রতিকার প্রতিবিধান ছাড়া কালো টাকা অর্থনীতির জন্য অর্থনীতির ভাল ফল বয়ে আনতে পারেনা।

সাম্প্রতিক সুযোগ : যুক্তি ও ভিত্তি

- অর্থ আইন ২০২০ এর মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ ঘোষিত হয়েছে তা কার্যকর করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ তে 19AAAA ও 19AAAAA নামে দুটি ধারা সংযোজন করেছে। আয়কর পরিপত্র-১ এ এন বি আর বলেছে ধারা নাইটিন এ এ এ এ এর মাধ্যমে উৎসের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন এ বিধান অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি করদাতা বিনয়োগকৃত অংকের ১০% হাওে কর পরিশোধ কওে পুজিবাজারে কোন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকৃত অর্থেও উৎস নিয়ে আয়কর কর্তপক্ষ সহ অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্ন উতথাপন করতে পারবেন না। এ বিনিয়োগ অবশ্যই ১লা জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে হতে হবে এবং বিনিয়োগের এক বছরের মধ্যে বিনিয়োগকৃত কোন অর্থ উত্তোলন করা যাবে না। এন বি আর বুদ্ধিমত্তার সাথে মূলত, একুল ওকুল রক্ষার জন্য যে ৫ নং শর্তটি রেখেছে তা আইনবেত্তাদের সওয়াল জবাবের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- ধারা নাইনটিন এএএএএ সংযোজিত হয়েছে ' অপ্রদর্শিত সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থার বিধান। ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে রিটার্ন কিংবা সংশোধিত রিটার্ণের মাধ্যমে টেবিল ১ (জমি) টেবিল ২ (বিল্ডিং) অপ্রদর্শিত স্থাবর সম্পত্তির জন্য বর্গমিটার প্রতি নির্দিষ্ট হারে এবং টেবিল ৩ এ পূর্বে অপ্রদর্শিত অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ১০% হারে কর পরিশোধ করতে পারবেন। এ নিয়ে আয়কর কর্তপক্ষ সহ অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্ন উতথাপন করতে পারবেন না। এ ধারাতেও ৩নং শর্তটি আইনবেত্তাদের সওয়াল জবাবের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

একটি ন্যয্যতা ভিত্তিক নির্মোহ মূল্যায়ন

- সৎ ও নিয়মিত করদাতা ১৫-২৫ শতাংশ কর দেবেন আর কালো টাকার মালিক ১০ শতাংশ কর দিয়ে টাকা সাদা করতে পারবে, এ নীতির সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত যে বছরের পর বছর ১০ শতাংশের নিচে রয়ে যাচ্ছে, তার অনেক গুলো কারণের মধ্যে এহেন অনৈতিক নীতির পরিপোষণও একটি।
- কয়েক বছর আগে কালো টাকায় কেনা স্থাবর সম্পত্তি এখন নিয়মিত করার সুযোগ দেয়া হলে বিগত বছরগুলোতে এ সম্পত্তি ব্যবহারজাত আয়ের ওপর কর আহরণের বিষয়েও চলচাতুরীর প্রশ্রয় দেয়া হবে। এই নজিরের ফলে এ ধরনের খাতে কর প্রদানে বিলম্ব বা বিরত থাকার প্রবণতা বাড়বে।
- যারা রাস্ট্রের সকল নিয়মকানুণ মানার বাধার বিতারা ন্ধ্যাচল পেরিয়ে স্থাবর সম্পত্তি , অর্থনৈতিক শিল্পাঞ্চল, হাইটেক পার্ক, পুজিবাজারে বিনিয়োগ করেছেন তাদের সেই পরিশ্রম ও কর প্রদান অপমান অবমাননার শিকার হবেন যদি এখন বিনা বাখ্যায় ,জরিমানা ও কর প্রণোদনা দিয়ে জামাই আদরে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়। অর্থনীতিতে , বিশেষ করে কর রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে নৈতিক দাবি দূর্বল হবে এবং তার সুদুরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে।
- অর্থনীতিতে কালো টাকা ফিরিয়ে আনার প্রথম ও প্রধান উপাদেয় উদ্দেশ্য জরিমানা ও নিয়মিত কর আদায় , তারপর পুষ্টিকর খাতে সেই অর্থ বিনিয়োগ। কয়েকবছর আগে কালো টাকায় কেনা স্থাবর সম্পত্তি কিংবা পুজিবাজারে মাত্র সীমিত সময়ে লক ইন করে রাখা বিনিয়োগ থেকে অর্থনীতির জন্য লাভের চাইতে ' দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' নীতিভ্রস্টতার দোষে ক্ষতিই বেশী হবে বলে প্রতীয়মান।
- নানান আংগিক ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পরীক্ষা পর্যালোচনায় কালো টাকা পুষ্টি সাধনের নিমিত্তে অর্থনীতিতে ফিরে আসার পরিবর্তে অর্থনীতি বরং কালোটাকা মুখি হওয়ার আশঙকা প্রবল হতে পারে।

একটি ন্যায্যতা ভিত্তিক নির্মোহ মূল্যায়ন

- কালো টাকা সাদা করার বিশেষ সুবিধা ঘোষনা আসার পর বিগত সাত মাসের পরিস্থিতি পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় করোনাভাইরাস মহামারী আঘাত হানার পর বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পুঁজি পাচার অনেকখানি বিঘ্নিত ও শ্লথ হয়ে যাওয়ায় কালো টাকার মালিকরা তাদের কালো টাকার একটা অংশ ১০ শতাংশ কর দিয়ে সাদা করে দেশের রিয়াল এস্টেট, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট, শেয়ারবাজার ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করছে।
- মহামারী আঘাত হানার পর থেকে বৈধ চ্যানেলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্সপ্রবাহে যে ঢল নেমেছে সেটাই প্রমাণ করছে যে হুন্ডি প্রক্রিয়ায় বিদেশে পুঁজি পাচার শ্লথ হয়ে পড়েছে। ২০১৯ সালের ১৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্সের তুলনায় ২০২০ সালে বাংলাদেশে ২১ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে, যা এক বছরে ১৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। এ অভূতপূর্ব রেমিট্যান্সের জোয়ার দেশের অর্থনীতিকে মহামারীর নেতিবাচক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছে।
- ভারতের সি এন্ড এজির পর্যবেক্ষন অনুসারে বলা যায় সামান্য কিছু অর্থ দুর্নীতিবাজরা ১০ শতাংশ কর দিয়ে বৈধ করে নিলে ওই বৈধকরণের নথিপত্রগুলো তাদের হাজার হাজার কোটি কালো টাকা নিরাপদে রেখে দেয়ার ভালো দালিলিক সুরক্ষা দিতে পারে। ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে কালো টাকা আড়াল করার ভালো ব্যবস্থার সুবাদে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনের মানেই হলো একটা সুনির্দিষ্ট সমঝোতা-নেটওয়ার্কের সহায়তায় দুর্নীতিবাজরা নিজেদের সুরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হচ্ছে। এটি দৃশ্যত দুর্নীতিবাজদের জন্য সম্ভাব্য দুর্নীতি দমনের জাল থেকে পলায়নের পথ খুলে দেয়ার সামিল। এ ব্যবস্থা রাখার মাধ্যমে কালো টাকার মালিকদের সিগন্যাল দেয়া হচ্ছে যে এ সুবিধা নিলে তাদের দুর্নীতিকে দমন করা হবে না।

কোন বা পথে নিতাইগঞ্জে যাই

- রাস্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত 'দুর্নীতিজাত অনুপার্জিত আয়' এর উৎস,উপায় ও উপলক্ষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা। অবৈধভাবে অর্জিত বা আয়ের জ্ঞাত সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন যেকোনো অর্থ-বিত্তকে কালো টাকা অভিহিত করার যে আইনি অবস্থানে রয়েছে রাস্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সেটাই সাংবিধানিকভাবে বেশি যৌক্তিক । এর আলোকে দুর্বৃত্তায়নের ভয়াবহ বেড়াজাল থেকে আইনের আওতায় 'মার্জিনখোর রাজনীতিবিদ, ঘুষখোর সুশীল সেবক (আমলা) এবং মুনাফাবাজ/কালোবাজারি/চোরাকারবারি/ব্যাংকঋণ লুটেরা ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের' অপরাধের শাস্তি বিধান করা হলে সমাজে ও অর্থনীতিতে একটা ইতিবাচক মেসেজ যাবে । জরিমানা ছাড়া, অত্যন্ত হ্রাসকৃতহারে কর প্রদান এর সুযোগ এবং 'অর্থের উৎস নিয়ে আয়কর কর্তপক্ষসহ অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন না ' জাতীয় বিধান জারী বলবৎ থাকলে দেশ সমাজ ও অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিত্জ এর কনসেপ্ট 'নৈতিক বিপদ' এর উপস্থিতি হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাবে।
- কোন উদয়িমান অর্থনীতিতে উন্নয়ন অর্জনে সফল হওয়ার পরও যদি আয় ও সম্পদ বৈষম্য না কমে, বরং বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে সেই অর্থনীতিতে এমন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যার প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন এর আবিষ্কার ও প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। দুর্নীতিজাত কালো টাকা লালন থেকে সরে না এলে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য থেকে বাংলাদেশের মুক্তি মিলবে না। কালো টাকা সাদা করার মতো অনৈতিক কর্মকান্ডকে যৌক্তিকতা দেয়ার চেষ্টা না করাই সমীচীন।
- 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে' এই চিন্তা চেতনাকে আড়াল করতে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা'র প্রবণতায় কালো টাকা সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রযত্ন প্রদানের নীতি সর্বতভাবে পরিত্যাজ্য ।

ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ধন্যবাদ